পাঠ পরিকল্পনা-৩ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-১ : আকাঈদ ও নৈতিক জীবন

পাঠ-২ : ইমান

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা- ১. নিজেকে মুমিন-মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কি করতে হবে বলে তুমি মনে কর? ২. ইমান অর্থ কী? ৩. ইমান ও আকীদার পার্থক্য কী?
৮ মিনিট	বইয়ের শুরুতে আকাঈদ সম্পর্কিত আলোচনা থাকলেও। আকাঈদ বুঝতে হলে ইমান বুঝতে হবে। তাই আমরা শুরুতে ইমান নিয়ে আলোচনা করবো। **ইমান** ইমান অর্থ বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেয়া, নির্ভর করা, মেনে নেয়া। তবে শুধু বিশ্বাসই ইমান নয়; বরং বিশ্বাসের সাথে মুখে স্বীকার করা এবং কাজে পরিণত করার সমন্বিত নাম হলো ইমান। The Hans Wher Dictionary of Modern Written Arabic -এ إِيْمَانٌ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দাবলির সংজ্ঞা নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : faith, belief, safety, peace, security, protection, believing, faithful, beliver; Public safety. ইমানের দিক ৩টি- ১. অন্তরে বিশ্বাস, ২. মুখে স্বীকার, ৩. কাজে পরিণত। এ তিনটি দিককে দুইভাগে ভাগ করা যায়- ইমানের দাবী হলো দুটি। অর্থাৎ যিনি ইমান রাখেন তাকে মুমিন বলা হয়। নিজেকে মুমিন বলে পরিচয় দিতে হলে নিম্নোক্ত দুটি দাবী পূরণ করা জরুরী। **১. আকাঈদ :** এটি হলো বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি। তথা আল্লাহ, নবী-রাসূল, তাকদীর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির উপর বিশ্বাস। এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। **২. ইবাদাত :** ইমানের বাস্তবায়ন হলো ইবাদাত। এগুলো হলো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। ইমানের মৌলিক বিষয় ৭টি- আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসূল, পরকাল, ভাগ্য, পুনরুত্থান। ইমানের এ ৭টি বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকারের পাশাপাশি কাজে পরিণত করতে হবে। যেমন- নামায না পড়লে জাহান্নামে যাবো সবাই জানি কিন্তু মুমিন দাবী করেও আমরাও নামায পড়ি না তথা কাজে পরিণত করি না। ফলে ইমানে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয় না; বরং খণ্ডিত বাস্তবায়ন হয়।
৭ মিনিট	**আকাঈদ** উপরে ইমানের সংজ্ঞায় আমরা জেনেছি, ইমানের তিনিটি দিক। তন্মধ্যে প্রথম দিক হলো অন্তরে বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের পারিভাষিক নামই হলো আকাঈদ। আকাঈদ শব্দটি আকীদা শব্দের বহুবচন। আকীদা অর্থ- বিশ্বাস। আকাঈদ অর্থ-বিশ্বাসমালা। ব্যাপকার্থে আকিদা হলো- সম্পর্ক স্থাপন করা বা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, কোন কিছুকে সাব্যস্ত করা বা শক্তিশালী হওয়া। ধর্ম হলো বিশ্বাসের (ইমানের) সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়, এ বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নই হলো ইবাদাত। তাই কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী তথা মুসলিম বলা হবে তাই হলো আকীদা। এক কথায় ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়াদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো আকাঈদ। এজন্যই বলা হয় আকীদা ঠিক না থাকলে মুসলিম হওয়া যায় না। তবে সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই কারো আকীদা খারাপ তথা অমুসলিম বলা যাবে না। ইসলামে কাউকে অমুসলিম/বেঈমান ইত্যাদিতে ডাকা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যতক্ষণ না সে প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ না করে। **আকাঈদের বিষয়বস্তু হলো**- এক আল্লাহতে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, কিয়ামতে বিশ্বাস, রিসালাতে বিশ্বাস, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস, কবর আযাবে বিশ্বাস, খতমে নবুয়াত তথা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস, শাফায়াতে বিশ্বাস, কুরআনে বিশ্বাস, হাদিসে বিশ্বাস ইত্যাদি।

৫ মিনিট	**আকীদা ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য** অস্বচ্ছ ধারণার ফলশ্রুতিতে অনেকেই বলে ফেলেন, আকীদা আবার কি? আকীদা বিশুদ্ধ করারই বা প্রয়োজন কেন? ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। ফলশ্রুতিতে দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, যা প্রায়ই মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য ঈমান ও আকীদার মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হল:- ১. ঈমান সমগ্র দ্বীন-ইসলামকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকীদা দ্বীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২. আকীদার তুলনায় ঈমান আরো ব্যাপক পরিভাষা। আকীদা হল কতিপয় ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়। সুতরাং ঈমানের দু'টি অংশ। একটি হল অন্তরে স্বচ্ছ আকীদা পোষণ। আরেকটি হল বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দু'টি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোন একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। ৩. আকীদা হল ঈমানের মূলভিত্তি তথা মাথার ন্যায়, যার শরীর হলো ইবাদাত। আকীদা ব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমনি অসম্ভব, যেমনভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং ঈমান হল বাহ্যিক কাঠামো আর আকীদা হল ঈমানের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি। ৪. আকীদার দৃঢ়তা যত বৃদ্ধি পায় ঈমানও তত বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। আকীদায় দুর্বলতা সৃষ্টি হলে ঈমানেরও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, আমলের ক্ষেত্রেও সে দুর্বলতার প্রকাশ পায়। ৫. বিশুদ্ধ আকীদা বিশুদ্ধ ঈমানের মাপকাঠি, যা বাহ্যিক আমলকেও বিশুদ্ধ করে দেয়। যখন আকীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তখন ঈমানও বিভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। ৬. সকল রাসূলের মূল দাওয়াত ছিল বিশুদ্ধ আকীদা প্রতি আহবান জানানো। এক্ষেত্রে কারো অবস্থান ভিন্ন ছিল না, যেমন সকলে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের প্রতি দাওয়াত দিতেন। কিন্তু আমল-আহকাম সমূহ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন- নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি আমলসমূহ পূর্ববর্তী নবীদের যুগে বর্তমান ৫ ওয়াক্ত, ১ মাস রোজা এমন ছিলো না; বরং ভিন্নরকম ছিলো। সুতরাং ঈমানের দাবীসূচক আমলসমূহ কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হলেও আকীদার বিষয়টি সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়।
	ইমান ও নৈতিকতার সম্পর্ক ইমান ও নৈতিকতার সম্পর্কের দিকগুলো হলো- ১. ইমান মানুষকে সৎ কাজের উৎসাহ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। ২. যখন কেউ ব্যভিচার করে তখন তার ইমান থাকে না। এভাবে পাপাচার ও ইমান বিপরীত। ৩. মুমিন ব্যক্তি সততা, ন্যায়পরায়ণা, দয়া, ক্ষমা, পরস্পর সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি গুণের অধিকারী হয়। ৪. ইমানের দাবী হলো আল্লাহ ও রাসূলের দেখানো পথে চলা। আল্লাহ ও রাসূল নৈতিক পথের নির্দেশনা দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। ৫. ইমানদার বিভিন্ন ইবাদাত করে। আর ইবাদাত অনৈকতা থেকে বিরত রাখে। যেমন- নামায সকল অশ্লিলতা থেকে বিরত রাখে। ৬. নৈতিক আদর্শ ইসলামে অন্যতম শিক্ষা আর ইমান হলো ইসলামের মূলভিত্তি। সুতরাং ইমান ও নৈতিকতা গভীরভাবে সম্পর্কিত।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** আবিদ ও আরিফ দু বন্ধু। আবিদ ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে জানে, বিশ্বাস করে কিন্তু মেনে চলে না। আরিফ নিয়মিত মেনে চলে। আরিফ তার বন্ধু আবিদকে বলল, ইসলামি বিধিবিধান শুধু বিশ্বাস করলে হবে না, মেনে চলতে হবে। আরিফ আরও বলল, বিশ্বাসের পাশাপাশি মেনে চললে তুমি একজন সৎচরিত্রবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ক. ইমানে কয়টি দিক ও কী কী? খ. আকাইদ কাকে বলে? গ. আবিদের দৃষ্টিভঙ্গি কি সঠিক? তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখা কর। ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আরিফের উক্তি দুটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।